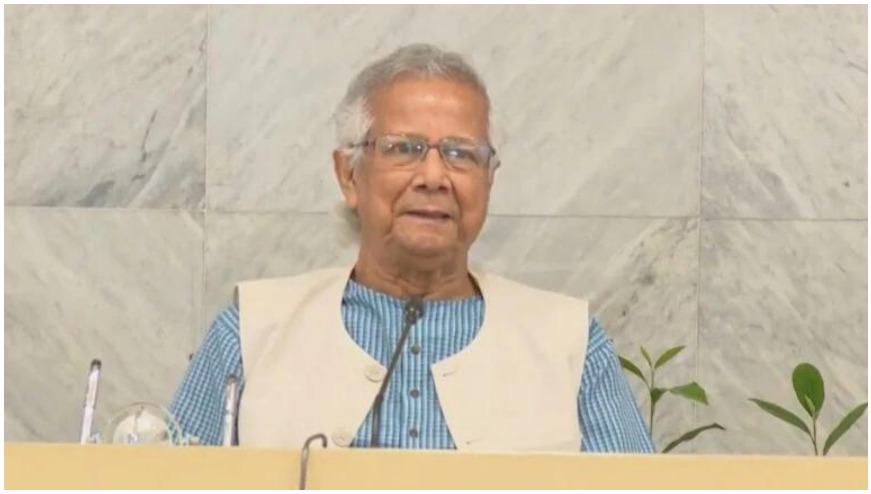
পরনির্ভরতা নয়, এখন লক্ষ্য স্বনির্ভর বাংলাদেশ: প্রধান উপদেষ্টা



সংগৃহীত ছবি

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে পরনির্ভরতা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের উন্নয়নে তরুণদের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

“পরনির্ভরতা থেকে যত দ্রুত সম্ভব বের হতে হবে, এর বিকল্প নেই। নতুন বাংলাদেশ মানে স্বনির্ভর বাংলাদেশ।” — এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের (এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন) মিটিং শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, “জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। দেশ এগিয়ে নিতে তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগানোই হবে মূল চালিকা শক্তি।”

তিনি আরও জানান, চলতি মাসেই জাতিসংঘ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে মূল্যায়ন (অ্যাসেসমেন্ট) করবে, যার ফল জানানো হবে আগামী জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে।

প্রেস সচিব আরও জানান, বর্তমানে দেশে চালের দাম কমতে শুরু করেছে। এছাড়া আগামী ১২ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টা রোমে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের গ্লোবাল মিটিংয়ে যোগ দেবেন, যেখানে ৯টি লিজিং কোম্পানি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক খাতের বিষয়ে তিনি বলেন, “পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ব্যাংকগুলো যেভাবে খালি করা হয়েছিল, তার প্রভাব এখনো টের পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য ব্যাংক খাত প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।”

ভিসা জটিলতা প্রসঙ্গে তিনি জানান, “কিছু দেশে ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে, যা মূলত বিগত সরকারের আমলের ফল। এসব সমস্যা নিরসনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।”

এছাড়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বিষয়ে জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, “বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে জোর দিতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর বিবিএ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এখন প্রয়োজন বিজ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। এজন্য আইসিটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে প্রণোদনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”